রুপো বাঙাল

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীরু মাস্টারের কাছে পড়তে।

আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়ায় মনে হল কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ি এলেন মরেলডাঙা কাছারি থেকে। আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্যে কি কি আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে পা দিতেই রুপো কাকা আমাদের বকে উঠলো—অ্যাঃ, রাজপুত্তুর সব উঠলেন এখন ! মারে গালে এক এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায় ! বলি, করে খাবা কি ভাবে ?বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি যাবা ?

বাবা বাড়ি থাকতেও রুপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে।

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—রাতে ঘুম হয়নি রুপো কাকা।

—কেন রে ?

—ছারপোকার কামড়ে। বাব্বাঃ, যা ছারপোকা খাটে !

—যা যা, তাড়াতাড়ি পড়তে যা।

রুপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ির গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রুপো কাকা হিন্দু পর্যন্ত নয়। রুপো কাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়।

রুপো কাকার আসল নাম রুপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও। পিসিমার মুখে শুনেচি রুপো কাকা নাকি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনিনি। সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েচে—বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি ‘বাঙাল’—এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না।

রুপোকাকা আমাদের বাড়ির কৃষাণগিরি করচে আজ বহুদিন। আমাদের ও জন্মাতে দেখেচে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য কথা নয়, আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে করে মানুষ করেচে। অথচ রুপো কাকাকে দেখলে তেমন বুড়ো বলে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্তী গাড়ু হাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সায়েবের ঘাটে কই মাছ কেনবার জন্যে। রুপো কাকা সাজিমাটির নৌকাতে বসে ছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্তী ওকে গ্রামে আশ্রয় দেন। সে সব অনেক দিনের কথা। রুপো কাকার বয়স এখন কত জানি না, মোটের উপর বুড়ো। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়েস। বাবাকে তিনি নায়েব-পদে বহাল করে গেলেন জমিদারবাবুকে বলে-কয়ে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারিতে। আর বাড়িতে বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা, প্রজা, খাতকপত্র এ-সব দেখাশুনো করার ভার ঐ সাড়ে তিন টাকা মাইনের কৃষাণ রুপো কাকার ওপর।

আমাদের অবস্থা ভালো গ্রামের মধ্যে—এ কথা সবার মুখেতে শুনে এসেচি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড় বড় চার-পাঁচটা ধানের গোলা। এক-একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ অজস্র। প্রজাপত্র সর্বদা আসচে খাজনা দিতে।

এ সব দেখাশুনা করে কে ?

রুপো কাকা সব দেখাশুনা করতো। আশ্চর্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে এত সব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বাবাকে সবাই ভীষণ ভয় করে চলতো; মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করতো না কেউ। কিন্তু রুপো কাকা বাবাকে বলতো—বলি ও বাবু, তুমি যে এসো বাড়িতি ন’ মাস ছ’মাস অন্তর, এতডা বিষয় দেখে কে বল

তো ! আদায়-পত্তর তো এ বছর কিছু হলোনি ! হাতির পাঁচ পা দেখেচো নাকি ?এত বড় সংসারটা চলবে কিসি ?

বাবা দু মাস অন্তর দু-তিন দিনের জন্য বাড়ি আসেন।

বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রুপো কাকা ধান পাড়তো, কলাই মুগ পাড়তো। খাতকদের কর্জ দিতো। নিজের দরকার হলে নিজেও নিতো।

আমরাসব ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝি নে। ঠাকুরমা প্রবীণা বটে, কিন্তু ভালোমানুষ। বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই।

সে অবস্থায় সব কিছুর ভার ছিল রুপো কাকার ওপর।

বাবা বাড়ি এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন—কে কি নিয়েচে রুপো ?

রুপো কাকা বলতোলিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ কাঠা কলাই, দু কাঠা বীজ মুগ, কড়ি ছ কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েচে ?আচ্ছা লেখো—বীরু মণ্ডল দু বিশ ধান, কড়ি পাঁচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েচে ?

—হয়েচে।

—রুপো বাঙাল একবিশ ধান, দু কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েচে ?

—হয়েচে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, কড়ি চার কাঠা। ময়জদ্দি সেখ, ধান এগারো কাঠা, কড়ি সাত কাঠা।

এইভাবে রুপো কাকা অনর্গল বলে চলেচে গত দু মাসের মধ্যে কর্জ দিয়েচে যাকে যতটা জিনিস। ওর সব মুখস্থ, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির থোলো। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে করে রেখে দিয়েচে, বাবার খাতায় লেখাবার জন্যে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

রুপো কাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়িতে আসেনি দু-তিন দিন।

এমন সময় বাবা বাড়ি এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই বিকেলে রুপোকে ডেকে পাঠালেন। রুপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—বলো গে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পিরচি নে। এখন যেতি পারব না—জ্বরে মরচি। তা সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে ?তার একটু এলে কি মান যেত ?

বাবা বাবু মানুষ। নতুন বাবু, রুপো-বাঁধানো-ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা হাতে নিয়ে। ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝকমকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোকে ফিরে এসে একথা বললে, তখন বাবা একেবারে তেলেবেগুনে উঠলেন জ্বলে। কিন্তু তখন কিছু না বলে গুম্ হয়ে রইলেন।

এর দিন পাঁচ ছয় পরে রুপো কাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ি এল। বাবা তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিলেন। ওকে দেখেই কড়া সুরে বলে উঠলেন—রুপো !

—কি ?।

—তুমি মনে মনে কি ভেবেচ জিজ্ঞেস করি ?তোমার এতবড় আস্পর্ধা, তুমি বলো আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ি যাব ?তুমি জানো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ ?তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি তা হলে খোঁজ হয় না, তুমি জানো ?এত বড়লোক তুমি হলে কবে ?

রুপো কাকাও সমানে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে— তুমি মাথা কাটবে না ?এখন কাটবে না ?এখন কাটবে বৈকি ! হ্যাঁরে সীতেনাথ, তোকে যে কোলে করে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে ?এখন তুমি বড় হয়েচ, বাবু হয়েচ, সীতেবাবু—এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না ?বড্ড গুণবন্ত হয়েচিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—

'তুমি' ছেড়ে রুপো কাকা, সামান্য সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে মনিবকে 'তুই' বলেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বললেন—যা যা, বকিস নে—

—না বকব না—তুই বড্ড তালেবর হয়েচিস আজকাল, বড্ড বাবু হয়েচিস—তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে ?

বলেই রুপো কাকা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ির মধ্যে। রুপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বললেন—তা বলে আমায় ওরকম বলে কেন ?

ঠাকুরমা বললেন—তুই কাকে কি বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই ?তুই কি ক্ষেপলি ?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ির মধ্যে উঠে এলেন, তারপর রুপো কাকার হাত ধরে বললেন—রুপোদা, তুই কিছু মনে করিস নে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েচে, বড্ড ভুল হয়েচে।

রুপো কাকার রাগ কমে না, বললে—না, আমার দরকার নেই কাজে। ঢের হয়েচে। নে, তোর গোলার চাবিছড়া রেখে দে—মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতে পারব না। নে তোর চাবিছড়া।

কতবার বোঝানো হল, রুপো কাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির থোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বললেন—বেশ, তা হলে আমিই বাড়ি ছেড়ে যাই। রইল গোলাপালা, প্রজাপত্তর। আমি কাল সকালের গাড়িতেই বেরুচ্চি—

রুপো কাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে—তুই চলে যাবি তা তোর কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করবে কেডা ?

—কেন, তুমি ?

—মোর দায় পড়েচে। তোরে কোলেপিঠে করে মানুষ করলাম বলে কি তোর ছেলে-পিলেও কোলেপিঠে করে মানুষ করব ?আমি কি আর জোয়ান আছি ?এখন বুড়ো হইচি না ?ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না—

—না, আমি আর থাকব না। কালই যাব চলে।

—কোথায় যাবি ?

—মরেলডাঙা চলে যাব। ঠিক বলচি যাব। আমার বড্ড কষ্ট হয়েচে রুপোদা, তুমি আমায় এমন করে বললে শেষকালে ! আমি গৃহত্যাগী হব, হব হব—বলেই বাবা ফেললেন কেঁদে।

রুপো কাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধরে বললে—কাঁদিস নে সীতেনাথ, কাঁদিস নে, ছিঃ—মুই আর তোরে কি বললাম ?তুই-ই তো কত কথা শুনিয়ে দিলি—কাঁদিস নে—

শেষে দুজনেরই কান্না।

আমরা ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম দুই বড় লোকের কান্না। দাদা আমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে মুখে হাত চেপে হি হি করে হেসে উঠল। আমরা অবিশ্যি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। বাবাও দেশত্যাগী হলেন না, রুপো কাকাও চাকরি ছাড়লেন না।

রুপো কাকা রাত্রে চৌকিদারি করতো। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ি এসে ঠাকুরমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতো—ওঠো বউমা, জাগন থাকো। রাত খারাপ। চণ্ডীমণ্ডপে সন্নিসি ঘোষ ও হীরু মাস্টার শুয়ে থাকত, তাদের জাগিয়ে দিয়ে বলতো—একেবার অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও কেন ?ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারিধারে বেড়িয়ে এসো না—

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাস্টার দেখেছে।

আমাদের গল্প করেচে সকালবেলা।

সব গ্রাম ঘুরে এসে অনেক রাত্রে চৌকিদারি পোশাক পরে লাঠি হাতে রুপো কাকা অন্ধকারে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার ওপর বসে থাকত।

এক-একদিন হীরু মাস্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করতো—কে বসে ?

—মুই রুপো।

—বসে কেন ?এত রাতে ?

—তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্চ, তোমাদের আর কি ?গোলার ধান যাবে সীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েচে তার খবর কি জানবা ?মোর ওপর ঝক্কি কত ! মোর তো তোমাদের মতো ঘুমুলি চলবে না। সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াব ?এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হব। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে রাত জাগতি—

হীরু মাস্টার বলে—ঘুমোও গে যাও—

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মতো নিশ্চিন্দি হতে পারি নে তার কি হবে ! ধানগুলোর ঝক্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে বসে আছেন। এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখচি নে মুই।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে তিনদিনের জ্বরে রুপো কাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চলে গেল। এও সাত-আট বছর পরের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সবসুদ্ধ ত্রিশ-বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ি।

বাবার সঙ্গে আমরাও দেখতে গেলাম রুপো কাকাকে।

রুপো কাকার ছোট চালাঘর। একদিকে ডোবা, একদিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীর্ণ, সাদা দাড়ি রুপো কাকা পুরনো মাদুরে শুয়ে। রুপো কাকার ছেলের নাম বেজা, লোকে বলে বেজা বাঙাল। বেজা আমাদের দেখে বললে—আসুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে ?জ্ঞান নেই, ভুল বকচে—

বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—ও রুপোদা ?কেমন আছ, ও রুপোদা—

রুপো কাকা চোখ মেলে বললে—কেডা ?সীতেনাথ ?কবে এলে ?

—এই পরও এসেচি।

—বেশ করেচ। এই শোনো, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু কাঠা, বাড়ি দু কাঠা, বিষ্ণু ধেরিসি ছ কাঠা ধান, বাড়ি চার কাঠা—মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতি পারব না বলে দিচ্চি—ভুলে যাব, লিখে রাখো—

এই রুপো কাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোনো কথা বলেনি রুপো কাকা। সেদিন সন্ধেবেলা রুপো কাকা আমাদের গোলাপালার দায়িত্ব চিরদিনের মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বস্ত লোকেদের জন্যে কি কোন্ স্বর্গ আছে ?

যদি থাকে, আমাদের বাল্যের রুপো কাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রুপো কাকার কথা মনে পড়ে।